298

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 11 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম

অনিয়মই কি নিয়মে পরিণত হইতে চলিয়াছে?

একই মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীনে থাকিয়া কেহ ইচ্ছামত জায়গায় চাকুরী করিতে পারে, কেহ পারেন না। অনেককে দেখা যায়, ঘুরিয়া-ফিরিয়া একই জায়গায় সারা জীবন চাকুরী করিয়া যাইতেছে। কেহবা আবার টাকা অথবা মামার জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পরে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য ৬০ ভাগ কোটা সংরক্ষিত আছে। তাই অনেক মেয়েই শিক্ষকতার চাকুরী পাইতেছে; কিন্তু চাকুরী পাইলেও মেয়েরা স্বামী বা পিতৃগৃহে অর্থাৎ তাহার সুবিধামত স্থানে থাকিয়া চাকুরী করিতে পারে না। ফলে স্বামী-সন্তানকে ফেলিয়া রাখিয়া নিজ বাসগৃহ হইতে দূরবর্তী স্থানে চাকুরী করিতে গিয়া শিকার হইতে হয় নানান বিড়ম্বনার। যাহার ফলে অনেকের সংসারে দেখা দেয় দাম্পত্য কলহ। শিক্ষক নিয়োগের অজুহাতে এতদিন যাবৎ বদলির ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হইয়াছে কেন তাহা বোধগম্য নয়। নিয়োগ প্রক্রিয়া তো শেষ হইয়াছে। তাহা হইলে এখনও এ আদেশ প্রত্যাহার করা হইতেছে না কেন? এই আদেশ কি বছরের পর বছর বহাল থাকিবে? বেতন অথবা অন্যান্য ভাতা তুলিতে গিয়া শিক্ষকদের শিকার হইতে হয় নানা প্রতারণা ও নির্যাতনের। বিলের মোট অঙ্কের একটি নির্দিষ্ট অংশ ঘুষ না দিলে কোন বিলই পাস হয় না। থানা শিক্ষা অফিস হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাংক, থানা একাউন্টস অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস এমনকি মন্ত্রণালয়ে পর্যন্ত টাকা না দিলে ফাইল নড়ে না। এই একই ধারা চলিয়া আসিতেছে বছরের পর বছর ধরিয়া। ইহা যেন অনিয়মকেই নিয়ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা। ইহা হইতে কি পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় নাই?

এফ,এম জাহাঙ্গীর আলম ফেরদৌস,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।